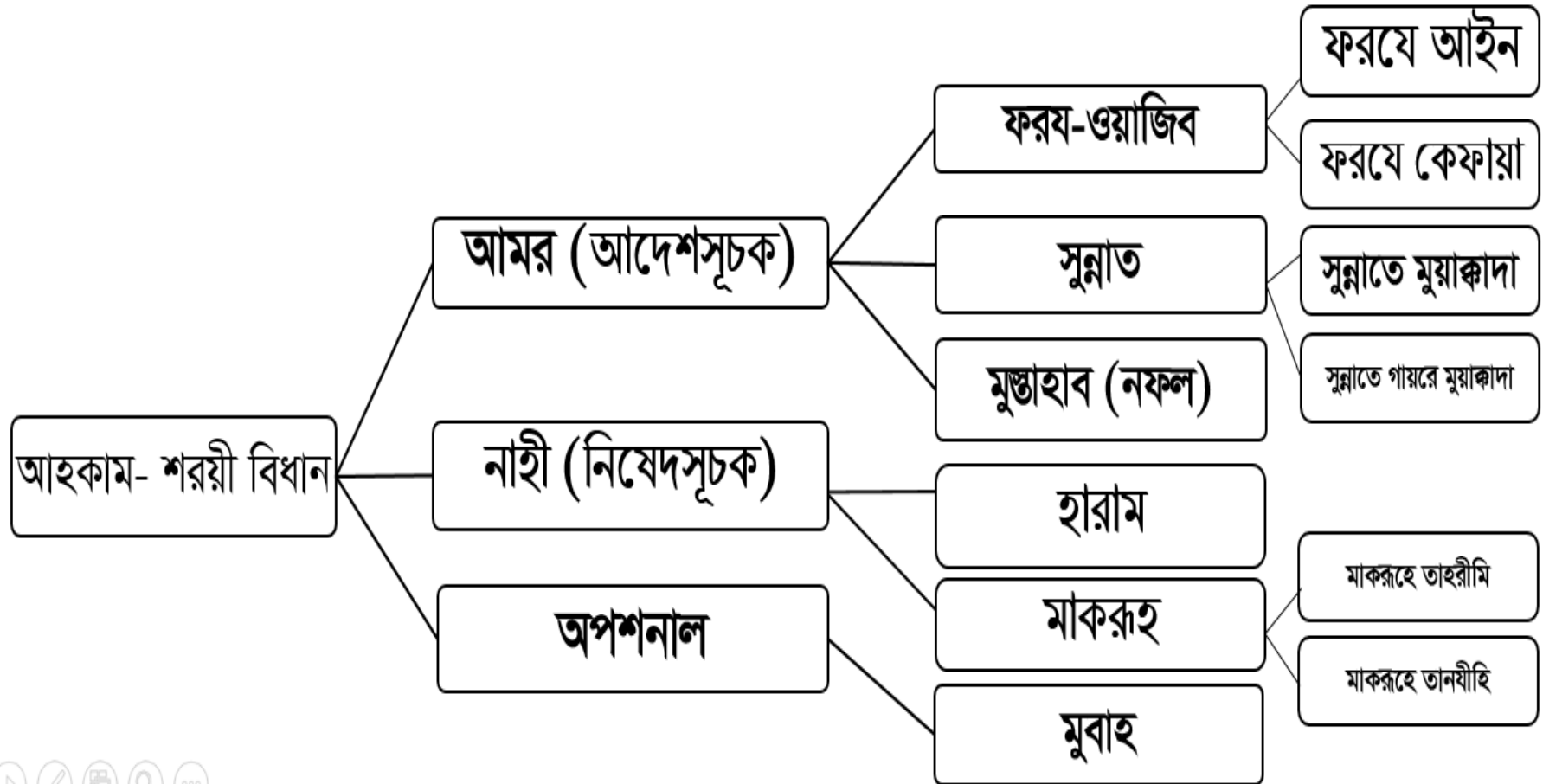


FQH = 4

1

ফিক্কে ব্যবহৃত;
কিছু পরিভাষার পরিচয় এবং হুকুম



❖ ফরজ

هو ما طلب الشرع فعله طلباً جازماً بدليل قطعي لاشبهة فيه كأركان الإسلام الخمسة التي ثبتت بالقرآن الكريم، والثابت بالسنة المتواترة أو المشهورة كقراءة القرآن في الصلاة، والثابت بالإجماع

শরিয়াহ কর্তৃক মুকাল্লাফ বান্দাদের নিকট যা আবশ্যকীয়তা এবং দৃঢ়তার সাথে চাওয়া হয়; যে বিধানটি ক্বতয়ী তথা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। অর্থাৎ, যা আল্লাহর নির্দেশিত পালনীয় আমল হওয়ার বিষয়ে বিন্দু পরিমাণ কোনো সন্দেহ থাকে না, তাকে ফরজ বলা হয়। যেমন: নামাজ, রোযা, হজ, যাকাত ইত্যাদি অথবা হাদিসে মুতাওয়াতির-মাশহুর দ্বারা প্রমাণিত। যেমন: সালাতে কুরআন তিলাওয়াত অথবা ইজমা দ্বারা সাব্যস্ত। আল-বাহরুর রায়েক, তাহারায অধ্যায়:

১/২৪

➤ হুকুম

وحكمه: لزوم الإتيان به، مع ثواب فاعله، وعقاب تاركه، ويكفر منكروه.

“করলে সাওয়াব, না করলে গুনাহগার হতে হয়। আর ফরজ অস্বীকারকারী কাফির।”

ফরজের প্রকারভেদ:

ক. ফরজে আইন: যে কাজ প্রত্যেক বালেক, বিবেকবান নর-নারীর উপর সমানভাবে ফরজ তাকে ফরজে আইন বলে। যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়া, রমজানে রোজা রাখা।

খ. ফরজে কেফায়া: যে ফরজ কিছু লোক আদায় করলেই সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়। আর যদি একজনও আদায় না করে তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে। যেমন, জানাযার নামাজ পড়া।

উল্লেখ্য, ফরজে কেফায়া পালন হওয়ার জন্য এমন সংখ্যক লোকে তা পালন করতে হবে; যাদের মাধ্যমে কাজটি পুরোপুরি সম্পূর্ণ হয়। মাজমুআতুল কাওয়াদিল ফিকহি, পৃ. ৪১০; মাজমাউল আনহুর ১/৯

❖ ওয়াজিব

ماطلب الشرع فعله جازماً، بدليل ظني فيه شبهة، كصدقة الفطر، وصلاة الوتر والعيدین، لثبوت إيجابه بدليل ظني، وهو خبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

যা করার আদেশটি জরী (অকাট্য নয়) দলিল (তথা ফরজের তুলনায় দুর্বল) দলিল (খবরে ওয়াহিদ) দ্বারা প্রমাণিত। যেমন, ঈদের সালাত, বিতর সালাত, কুরবানি ইত্যাদি।

- হুকুম: করলে সাওয়াব, না করলে গুনাহগার হতে হয়। আর ওয়াজিব অস্বীকারকারী গোমরাহ (ভ্রষ্ট) এবং ফাসিক হয়। কাফির হয় না। হানাফি মাযহাব ছাড়া অন্যান্য সকল মাযহাবে ফরজ এবং ওয়াজিব দুটি একই।

❖ সুনাত

هو ما طلب ففعله من المكلف طلباً غير لزوم مع تأكيد الفعل

ফকিহগণের নিকট ফিকহ শাস্ত্রের পরিভাষায় সুনাত হল সেই কাজ; শরিয়াহ কর্তৃক; মুকাল্লাফ বান্দাদের নিকট যা কোনো আবশ্যকীয়তা ছাড়াই দৃঢ়তার সাথে চাওয়া হয়। আল ওয়াজিয: ৩৯

➤ হুকুম:

আমলকারী প্রশংসিত এবং সাওয়াব প্রাপ্ত হবে। ত্যাগ করলে নিন্দিত হবে, নিয়মিত ত্যাগ করলে শাস্তির যোগ্য। সবাই দলগতভাবে ঘোষণা দিয়ে ত্যাগ করলে জিহাদ ওয়াজিব; কেননা তা ইসলামের শিআর (নিদর্শন) যেমন, আজান পরিত্যাগ করা ইত্যাদি। দুররুল মুখতার: ১/৭০

সুন্নাতের প্রকার:

❖ সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ

وَأَنَّ السُّنَّةَ مَا وَاظَبَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، لَكِنْ إِنْ كَانَتْ لَا مَعَ التَّزَكُّ فَهِيَ دَلِيلُ السُّنَّةِ الْمُؤَكَّدَةِ
যে আমলকে রাসূল সা. ইবাদত হিসেবে পাবন্দীর সাথে করেছেন, কখনো ওজরবশত ছেড়ে দিয়েছেন, এরকম আমলকে সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ বলা হয়। যেমন, ফজরের দুই রাকাত সুন্নাত, পুরুষদের জন্য মসজিদে জামাতের সাথে সালাত আদায় ইত্যাদি। আল মুজিজ ফি উসুলিল ফিকহ: ৪৩৯-৪০

وحكمها كالواجب - إلا أن تارك الواجب يعاقب وتاركها لا يعاقب -

- হুকুম: সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ প্রায় ওয়াজিবের কাছাকাছি। অর্থাৎ, ওয়াজিবের ব্যাপারে যেমন জবাবদিহি করতে হবে, তেমনি সুন্নাতে মুয়াক্কাদার ক্ষেত্রেও জবাবদিহি করতে হবে। তবে ওয়াজিব তরককারীর জন্য সুনিশ্চিত শাস্তি পেতে হবে আর সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ছেড়ে দিলে কখনো মাফ পেয়েও যেতে পারে। তবে শাস্তিও পেতে পারে।

❖ সুন্নাতে গায়রে মুয়াক্কাদাহ

وَإِنْ كَانَتْ مَعَ التَّزْكِ أَحْيَانًا فَهِيَ دَلِيلٌ غَيْرُ الْمُؤَكَّدَةِ

যা রাসূল সা. সর্বদা করতেন, মাঝে মাঝে ছেড়ে দিতেন; যেমন ওজর ছাড়াই আসর-এশা সালাতের পূর্বের ৪ রাকাত সুন্নাত, সাপ্তাহিক সোম-বৃহস্পতিবারের সাওম ইত্যাদি। রদ্দুল মুহতার: ১/১০৫

❖ মুস্তাহাব

যা পালন করার জন্য শরিয়ত প্রণেতা নির্দেশ দিয়েছেন; তবে আবশ্যকীয়ভাবে বা দৃঢ়রূপে নয়।
এর উদাহরণ হচ্ছে, তাড়াতাড়ি ইফতার করা; সময়ের শেষ সময়ে সাহরি খাওয়া, নবীজির অভ্যাসগত আমল, যেমন—
খাওয়া-দাওয়া, কথা ইত্যাদি। মুস্তাহাবকে মানদুব বা নফল বলা হয়।

➤ হুকুম

أَنْ يَثَابَ فَاعِلُهُ وَ لَا يَلَامُ تَارِكُهُ

এ ধরনের আমল পালনকারী সাওয়াব পাবেন; তবে বর্জনকারী শাস্তি পাবে না। আল-মু জায: ৪২

❖ হারাম

هو ماثبت طلب تركه بدليل قطعي لاشبهة فيه، مثل تحريم القتل وشرب الخمر والزنا والسرقة.

পারিভাষিক সংজ্ঞা: কুরআন ও সুন্নাহের অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে যেসব বিষয়কে অবৈধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে, ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায় তাকে হারাম বলে। যেমন: শুরকের মাংস, সুদ, ঘুষ, জিনা-চুরি ইত্যাদি।

- হকুম: হারাম কাজ করলে আল্লাহর শাস্তি নির্ধারিত বিধায় এ ধরনের কাজ বর্জন করাও বাধ্যতামূলক। হারাম বর্জনকারী সাওয়াব পাবেন। হারামে লিপ্ত ব্যক্তি শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত হবে; আর অস্বীকার করলে মুরতাদ হয়ে যাবে।

❖ মাকরুহ

ماطلب تركه بدليل ظني، كأخبار الآحاد

শরিয়াহ কর্তৃক নিষিদ্ধ করার বিষয়টি জনী (অকাট্য নয়) দলিল (তথা হারামের তুলনায় দুর্বল) দলিল দ্বারা প্রমাণিত। আল-মুজায: ৪৪

মাকরুহের প্রকার

❖ ক. মাকরুহে তাহরিমি

ماطلب تركه على وجه الحتم والإلزام بدليل ظني، كأخبار الآحاد

উদাহরণ: পুরুষদের জন্য রেশমি কাপড় পরিধান করা, স্বর্ণের আংটি পরিধান করা, একজনের বিবাহের প্রস্তাবকৃত জায়গায় (আলাপকালে) আরেকজন তাকেই বিবাহের প্রস্তাব দেয়া ইত্যাদি।

➤ হুকুম: ইহা ওয়াজিবের বিপরীত; লিপ্ত ব্যক্তি গুনাহগার হবে এবং ত্যাগ করলে সাওয়াব প্রাপ্ত হবে।

❖ খ. মাকরুহে তানজিহি

ماطلب الشرع تركه، طلباً غير جازم، ولا مشعر بالعقوبة

উদাহরণ, দাঁড়িয়ে পানি পান করা ইত্যাদি।

➤ হুকুম: না করলে সাওয়াব আছে কিন্তু করলে গুনাহ নেই।

❖ মুবাহ

هو ماخير الشرع المكلف بين فعله وتركه، كالأكل والشرب. والأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد حظر أو تحريم.

মুবাহ বা হালাল বা জায়েয: যে আমলের সাথে সত্ত্বাগতভাবে কোনো আদেশ বা নিষেধ সম্পৃক্ত নয়। আল-মু'জায: ৪৮

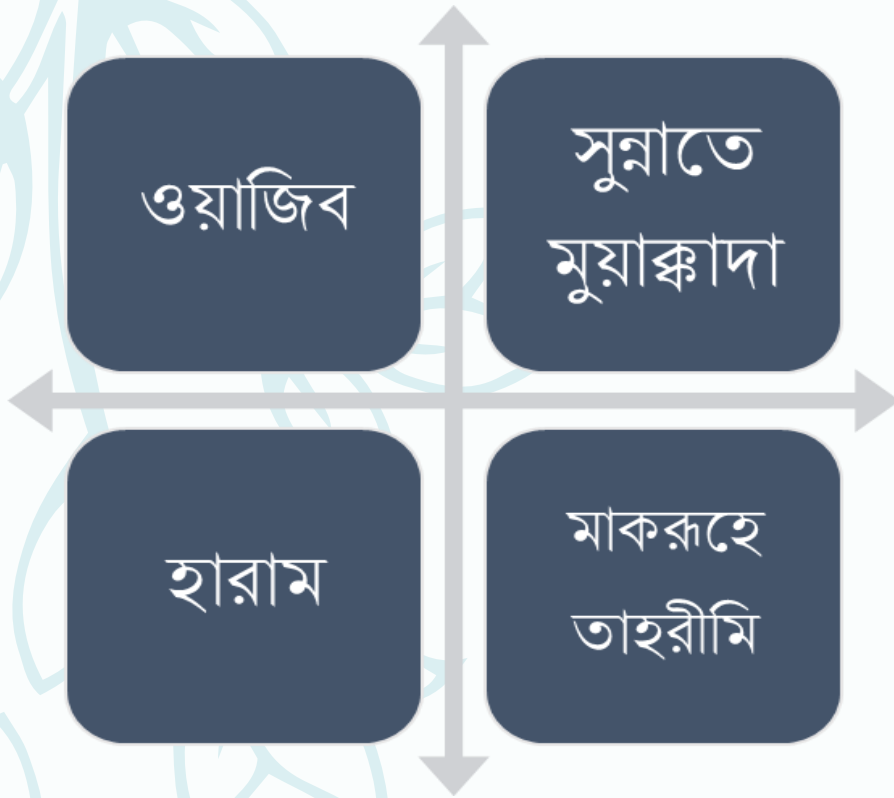
উদাহরণ: পানাহার করা, বেচাকেনা করা, পর্যটনমূলক বা জীবিকার সন্ধানে ভ্রমণ ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, মুবাহ-এর সংজ্ঞাতে 'সত্ত্বাগতভাবে' কথাটি এ জন্য বলা হয়েছে, যেহেতু হতে পারে এর সাথে তৃতীয় কোনো একটি বিষয় সম্পৃক্ত হয়ে সেটিকে নির্দেশিত কিংবা নিষিদ্ধ বিষয়ে পরিণত করবে। উদাহরণস্বরূপ, 'পানি খরিদ করা' মূলত একটি মুবাহ কাজ। কিন্তু, যদি পানি খরিদ করার উপর ফরজ নামাযের জন্য ওযু করা আটকে থাকে সেক্ষেত্রে পানি খরিদ করা ওয়াজিব। কেননা, যে মাধ্যম ছাড়া কোনো ওয়াজিব কর্ম সম্পাদিত হয় না সে মাধ্যমও ওয়াজিব।

আরেকটি উদাহরণ, পর্যটনমূলক ভ্রমণ মূলত একটি মুবাহ কাজ। কিন্তু, এ ভ্রমণ যদি হয় বিধর্মী কোনো দেশে যেখানে ফিতনা, পাপাচার ও ব্যভিচার ইত্যাদির সয়লাব; এমন ভ্রমণ হারাম। কেননা, এ ভ্রমণ হারাম কর্মে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যম।

প্রায় একটা আরেকটার কাছাকাছি

10



❖ শর্ত

ما يتوقف عليه وجود الشيء، ولم يكن جزءاً من حقيقته.

কোনো আমল বা বিষয় অস্তিত্বে আসার পূর্বে যা যা দরকার হয়; অর্থাৎ এটির উপর যেগুলোর উপর ‘উক্ত বিষয়টির অস্তিত্ব হওয়া’ নির্ভরশীল সেটিকে শর্ত বা Condition বলে; যেমন, আমল কবুল হওয়ার জন্য ‘ঈমান’ হলো শর্ত; অনুরূপভাবে সালাত পড়ার জন্য ওযু হলো শর্ত ইত্যাদি।

❖ রুকন

ما يتوقف عليه وجود الشيء، ويكون جزءاً داخلياً في حقيقته. ما به قوام الشيء ووجوده، فلا يتحقق إلا به، أو ما لا بد منه،

রুকন হলো আমল বা কাজের সাথে সত্ত্বাগতভাবে নিহিত; যা করার মাধ্যমে উক্ত আমলটি পরিপূর্ণ এবং সম্পূর্ণ হয়। সালাতে দাঁড়ানো, রুকু এবং সেজদা ইত্যাদি কিছু বিষয় হলো ‘সালাত’ নামক আমলের সাথে সত্ত্বাগতভাবে নিহিত; যেগুলিকে ফরজও বলা হয়ে থাকে।